মুই তোরে কোচপাঙ

[একটি চাকমা গল্প, চট্টগ্রাম]

সৌরভ সিকদার

কর্ণফুলির দুই শাখা-কাচালঙ আর চেংগি। চাকমারা নদীকে গাঙ বলে, আর ছোট নদী হল ছরা। কাচাল ছরা বেয়ে গেলে প্রায় দশ মাইল উজানে বরকল। এখানে ছরা সরু হয়ে উঁচু মোনের (পাহাড়ের) মধ্যে চলে গেছে। আরো উজানে গেলে তেমাগ্রী জলপ্রপাত। চেংগি আর কাচালঙ ছরার দুই তীরে উঁচু উঁচু পাহাড়, নলখাগড়ার বন আর সবুজ ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও গভীর গিরিঘাত আর বর্ষায় একটানা জল পতনের শব্দ। কাচালঙের কেই (শ্যাওলা) রঙের পাথুরে তীর থেকে পূর্বদিকে অনেক দূর গেলে সাংগু নদী। সাংগুর ওদিকে সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে থাকে পাংখো মুরং, বম আর খুমীরা। কর্ণফুলির উপত্যকায় পাহাড় আর সমতলবেষ্টিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বাস করে আসছে চাকমারা। (অবশ্য ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর এ এলাকার প্রায় অর্ধেক চাকমারা তাদের বাড়ি-ঘর জুম ছেড়ে দিয়ে নিজভূমে পরবাসী হয়েছে)। কর্ণফুলি আর কাচালঙের মাঝখানে তিনটি মুড়া (পাহাড়) নিয়ে একটি ছোট ছবির মতো আদামত (গ্রাম) রামেতাঙ। রামেতাঙে বাস করে চাকমাদের দু'টি গঝা (গোত্র/সম্প্রদায়) -পেদংসিঁড়ি আর চাদঙ।

মুরার ভাজে ভাজে যে সমতল ভূমি সেখানে জুম চাষ আর বন্যফল-সবজি দিয়েই চলে এদের জীবিকা। রামেতাঙের একপ্রান্তে এবং মুড়ায় (জুম পাহাড়ে) বাস করতো বৃদ্ধ নীলাধন চাকমা। আদামত ছেড়ে জুমের ফসল দেখাশোনা করার জন্যই নীলাধন তার বড় ছেলে হীরাধন আর তরুণী কন্যা সোনিয়া মালাকে নিয়ে এখানে বাস করে। বৃদ্ধের স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। পুত্র হীরাধন আর কন্যা সোনিয়াকে ভীষণ স্নেহ করতো বৃদ্ধ। মা না থাকায় সংসারের সব কাজ করতে হতো সোনিয়া মালাকে। সবুজ পাহাড়ী অরণ্যে লালিত সোনিয়া ছিল অপূর্ব সুন্দরী। বড় ভাই হীরাধন তাই সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখতো। সোনিয়া মালা তবং মুড়ার এই রাজ্যে যেন রাজকুমারী। আপন মনে কাজ করে, পাহাড়ী ঝর্ণায় স্নান করে, আর গান গায়- উদম ফেগে মেগে মেগে আইলো দেয়া নিশানে। ম পরানঃ তবঙ মুরার অস্থায়ী জুম ফসলের বাড়িতে নীলাধন তার কাজের জন্য পেটে ভাতে আশ্রয় দিয়েছিল রামেতাঙের এক দরিদ্র যুবক বোপিয়াকে। হীরাধন ক্ষেত থেকে ফসল তুলে বোপিয়াকে দেয় বাড়ি নিয়ে যেতে। বোপিয়া জুম ফসল এনে দেয় সোনিয়া মালার কাছে। অবসরে সোনিয়া মালার সঙ্গে গল্প করে। এই নিভৃত অরণ্য আদালতে নিঃসঙ্গ সোনিয়ার সুখ-দুঃখ ভাগ করার সংসার হয়ে ওঠে দারিদ্র বোপিয়া। গরিব হলেও বোপিয়ার মনটা ছিল অনেক বড়। সে শবনং দেখতো রামেতাঙের রাজপুত্র হবার। কাজে সে কখনো ফাঁকি দিতো না। এ জন্য বৃদ্ধ নীলাধন তাকে খুব পছন্দ করতো। নিজের ছেলের মতোই দেখতো বোপিয়াকে। বোপিয়া কাজ শেষে খাওয়া-দাওয়া করে আর নিজের আদা মতে ফিরে যেতো না। রামেতঙ-এ অবশ্য এক বৃদ্ধ দাদু ছাড়া আর কেউ ছিল না তার। সে এখানেই বসার ঘরের বারান্দায় ওগির ওপর ঘুমোতো রেইতে।

একদিন খুব সকালে বোপিয়ার ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে তখনো পাহাড়ের গায়ে সবুজ কুয়াশা পুরো কাটেনি, দূর কোথা থেকে যেন কার মিষ্টি সুরের গীত ভেসে আসছে। নিজের অজান্তেই বোপিয়া যাত্রা করে সেই সুরের উৎসে। ছোট একটি ঝোপ পার হয়ে মোনের খাঁজে ছোট্ট ঝর্ণার নিচে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান করছে উদম সোনিয়া। একটি গাছের ডালে ঝুলছে তার খাদি। তখনো

সূর্যের আলো পুরো ওঠেনি। সেই আধো আলো আধো কুয়াশায় স্নানরত সোনিয়াকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বোপিয়া। হঠাৎ একটি পাহাড়ী ভাদালি (প্রেমকাটা) ফুটে বোপিয়ার পায়ে-যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া টের পেয়ে যায় কেউ তাকে লুকিয়ে দেখছে। মুহূর্তেই স্নানগীত থামিয়ে ডাল থেকে খাদি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সোনিয়া মালা।

চঞ্চল হাসি উচ্ছ্বল মেয়ে সোনিয়া মালাকে বোপিয়ার ভীষণ ভাল লাগে। তাই কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই সে ছুটে যায় সোনিয়ার কাছে। কুয়াশা ভেজা আজকের এই তবং মুড়ার সকাল অন্যরকম মনে হয় বোপিয়ার কাছে। তার মনের একতারায় গুন গুন করে সুর ওঠে-সোনিয়া মালা মুই তোরে কোচপাঙ। মুই তোরে কোচপাঙ। সে এক দৌড়ে জুমে চলে যায়। সেখানে ছোট্ট ছোট্ট ক্ষেতে এবার চমৎকার কোবাবিনী আর রাংগা কাংগেইন ধান হয়েছে। এই ধানের প্রায় সোনালী শিস জড়িয়ে ধরে বোপিয়ার চিৎকার করে মোনকে (পাহাড়ের শ্রেণী) জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার লাঙুনির (প্রেমিকা) নাম।

বোপিয়া মনে মনে ভাবে সে তার মনের কথা সোনিয়া মালাকে জানাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন খারাপ হয়ে যায় নিজের অসহায়ত্বের কথা ভেবে। সোনিয়ারা পেদংসিঁড়ি গোত্রের আর সে কিছুটা ভিন্ন চাদং গোত্রের। চাকমাদের প্রণয় পরিণয়ে গোত্রভেদ তেমন নেই-কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। সে এতো গরীব যে সোনিয়ার বাবার কাছে বিধিসম্মতভাবে চুঙুলাং (বিয়ের) প্রস্থাব দিতে পারবে না। কেননা চুঙুলাংঙের অন্যান্য খরচ তো থাকলোই, নগদ কমপক্ষে চল্লিশ টাকা মেয়ে পক্ষকে তার পণ দিতে হবে। নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন বোপিয়ার পক্ষে এক জীবনে তো এই টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। সে পেটেভাতে কাজ করে মাত্র। বোপিয়া সিদ্ধান্ত নেয় পরিণয় হোক বা না হোক সোনিয়া মালাকে সে ইদত কথা জানাবে। ঠিক করে আসছে মাগিরি উৎসবে সে সোনিয়াকে বলবে-মুই তোরে কোচপাঙ। চাকমাদের যে প্রধান প্রধান উৎসব রয়েছে তার মধ্যে বিঝু বা পহেলা বৈশাখ সবচেয়ে বড়। এর পর উল্লেখযোগ্য সামাজিক উৎসব মাগিরি। জুম ধান পাকার সময় জারকালের (শীতকাল) আগেই পালিত হয় এই উৎসব। ভাল ফসলের বা বেশি ফলনের আকাঙক্ষায় এই উৎসবে যোগ দেয় সবাই। এবার ভাল ফসল হওয়ায় বৃদ্ধ নীলাধন চাকমা খুব খুশি। মাগিরি উৎসব উপলক্ষে সে দূরের বাজার থেকে সোনিয়া মালার জন্য কিনে আনে নতুন পিনোন আর খাদি। আর ছেলের জন্য এক কুম কানজি (পাতিল মদ)। বোপিয়ার জন্য আনে নতুন সিলুম (জামা)।

সোনিয়া মালা তবঙ মুরায় তার বৃদ্ধ বাপ, বেই, হীরাধন আর বোপিয়া ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে আসেনি। রামেতাঙ গ্রামে সে কয়েকবার গেছে। সেখানে সে গাভুরলকের (কয়েকজন যুবক) সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল অল্প সময়ের জন্য। বেই হীরাধনের সতর্ক দৃষ্টির কারণে তাড়াতাড়ি চলে আসে ভাব জমাবার সুযোগ পায়নি তারা। কর্ণফুলি আর কাচালঙের সবুজ মুড়া বেষ্টিত বিশাল প্রান্তরের মাঝে সোনিয়া মালার জগতটা খুব ছোট। তার ইচ্ছে করে এই মুড়া থেকে সেই মুড়া পার হয়ে অনেক দূরে চলে যেতে। তার নিঃসঙ্গ ইদতে (হৃদয়ে) সকালের হালকা রাঙা আলোর মতো হুদুম (আত্নীয়) যে বোপিয়া। গরীব হলেও বোপিয়ার ইদত খুব ভাল। সোনিয়ার প্রথম কোচ পা তাং মুরা, আর দ্বিতীয় কোচপা বোপিয়া। সে জানে সকালে যখন সে ঝর্ণার জলে স্নান করে তখন লুকিয়ে লুকিয়ে বোপিয়া তাকে দেখে। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন উষ্ণতা অনুভব করে সোনিয়া মালা।

মাগিরি উৎসবের দিন সবাই মিলে রামেতাং যায়। সেখানে তারা সারা দিন উৎসবে মেতে থাকে।

হীরাধন আর তার বাবা বৃদ্ধ নীলধন কানজি খেয়ে চুর হয়ে বাড়ি ফেরে। একটু পরেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরের দাওয়ায় বসে বাইরে তাকিয়ে ছিল বোপিয়া। ইচ্ছে বাইরে জুনোফর (জ্যোৎস্না) রেইত। বোপিয়া ভাবে এই চান, তারা আর জুনোফর রেইতে সোনিয়া মালাকে তার মনে কথা বলতেই হবে। কখন যে নিভৃতে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সোনিয়া মালা সে টেরই পায়নি। সোনিয়া যেন টের পায় বোপিয়ার মনের কথা। সে বোপিয়াকে চমকে দিয়ে বলে-

-মনান গায় গায় কিত্তেই? (এ মন একা কেন)।

বোপিয়া বলে- সোনিয়া মালা তুই দোল দোল শমার (খুব ভাল সাথী বা বন্ধু) মুই তোরে কোচপাঙ।

সোনিয়া লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। বোপিয়াকে ধাক্কা দিয়ে 'মুই তোরে দেনো ফারং' বলতে বলতে দৌড়ে হারিয়ে যায় মন জুনোফরে।

বোপিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সাঙ সাঙা শবনং রেইত। সোনিয়া মালা তার উলুহুল (নিতম্ব) দোলাতে দোলাতে যাচ্ছে। পিতে চদরভদর ছুল। চুবেচাবে সেও জুনপহরের রাতে তবাঙ মুরায় তগাতগি (খোঁজাখুঁজি) করে সোনিয়া মালাকে।

এভাবেই বোপিয়া আর সোনিয়ামালার মধ্যে প্রণয় গাঢ় হয় একটু একটু করে। বোপিয়া জানে তাদের প্রণয় সম্পর্কের কথা হীরাধন জানলে তাকে তাড়িয়ে দেবে। সোনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে ইদানীং হীরাধন সন্দেহ শুরু করেছে। জুম থেকে ফসল নিয়ে তাকে এখন একা বাড়ি যেতে দেয় না। তারপরও সে আর সোনিয়ামালা খুব সকালে ঝরনার কাছে দেখা করে। সোনিয়া তাকে কধক কথা বলে, অদ্ভুত মিষ্টি সুরে উভোগীত (প্রেমগীতি) শোনায়-

জুন পহরথ ভুই হাদে

পরান ন জুড়ায় তুই বাদে।।

বোপিয়া লাঙুনি সোনিয়া মালাকে চুঙুলাঙ করার প্রতশ্যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিষণ্ন হৃদয়ে গীত ধরে-

কুজি মক্যা থুর ভাঙ্গি

দিবনি ইশ্বরবই জুর বানি

কুজি কুমুড় ঘুন পহর্যা

সমারে বেড়েবং জুন পহর্যা।

মাঠে কালাকাংগেইন ধান পেকেছে। কদিন পরই ফসল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রামেতাঙে পালিত হবে হোইয়া ও নাউয়ার নো (নবান্ন) উৎসব। এ সময় জুম পাহাড়ের চাকমারা বেশ আনন্দমুখর থাকে। এ উৎসবে সাতটি খাদি উঁচু বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে বাঁশের গোড়ায় পূজা দেয়া হয়। বোপিয়া আর সোনিয়া মালা ঠিক করে, সামাজিক প্রথা মেনে তাদের যেহেতু চুঙুলাঙ হবে না তাই তারা পালিয়ে যাবে অন্যকোন আদাম কিংবা মুরায় এজেত্তে হিল্লি (পরিদন/ আগামীকাল)।

ইচ্ছে সকালে হীরাধন মাঠে গেছে। নাউয়ারনোর আর মাত্র দুদিন বাকি। বৃদ্ধ নীলাধন তখনও ঘুমিয়ে। ল্যাঙা আর লাঙুনি বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে শাশ্বত প্রণয় থেকে মিলনাকাঙক্ষায়।

ওদিকে দুপুরের একটু আগে জুম থেকে ঘরে ফিরে এলে হীরাধনকে তার বৃদ্ধ পিতা জানায়, সেই সকালে সোনিয়া মালা পানি আনতে গিয়েছিল ছরায়-এখনও ফেরেনি, বোপিয়াকেও দেখা যাচ্ছে না। হীরাধন টের পায় হারামজাদা বোপিয়া নিশ্চয় সোনিয়াকে নিয়ে পালিয়েছে।

হীরাধন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। সে ছোটে রামেতাঙ। সেখান থেকে কয়েকজন গাঙুর সঙ্গে নিয়ে ল্যাঙ আর লাঙুনির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন তারা এ মুরা সে মুরা এ ছরা সে ছরা তগাতোগি করে (খুঁজতে খুঁজতে) সন্ধ্যার ঠিক আগে তাবংমুড়া থেকে অনেক দূরে কাচালং ছরার কাছে একটি পাহাড়ী ঝরনার কাছে তাদের সন্ধান পায়। বোপিয়া আগে পিছনে সোনিয়া মালা। পরস্পরের হাত ধরা। ওদেরকে দেখে রাগে অন্ধ হয়ে যায় হীরাধন। সে হাতের তাগল (দা) নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বোপিয়ার ওপর। বোপিয়া চট করে এক পাশে সরে গেলে তাগলের কোপ লাগে সোনিয়া মালার ঘাড়ে। সোনিয়া ওহ দা বলে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনার আকর্ষিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় হীরাধন। বোপিয়ার কোলে মাথা রেখে সোনিয়া মালা। রক্তে রক্তে রাঙা হয়ে যায় তার শরীর। তখন শরৎকাল। সোনিয়া বলে বোপিয়া, আগজত বানা হেল আর হেল বোপিয়া বিষণ্ন গলায় সোনিয়া মালা মুই তোরে কোচপাঙ। জড়িয়ে ধরে। বোপিয়া মুই তোরে কোচপাঃ কথা শেষ করার আগেই দূরের জঙ্গলে কাক ডেকে ওঠে।

সৌরভ সিকদার, চট্টগ্রাম